গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: উত্তম চর্চা (Best Practices) বিষয়ক প্রতিবেদন।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (ক) সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দন অফিস প্রাঙ্গন তৈরি

উত্তম চর্চার বিবরণ : অফিসের ভেতর ও চারপাশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করে মনোভাব ও দৃষ্টি ভঙ্গির ওপর যা আমাদেরকে অফিস প্রাঙ্গন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করে। বস্তুত: অফিসকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অনেকটা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনোভাবের ওপর নির্ভর করে। অফিসের মধ্যে এমন কিছু স্থান রয়েছে যেমন-বাথরুম, করিডোর, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যাবশ্যক। মানব সম্পদ অধিশাখার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকরণ ও শাখার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিশাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উদ্যোগ সমূহের মধ্যে শাখার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় দেশ ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন অফিস-আদালতে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের স্থিরচিত্র ও ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তম চর্চার ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে অফিস প্রাঙ্গন সার্বক্ষনিক পরিষ্কার রাখা। বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা শেওলা এবং ছত্রাক, গজিয়ে ওঠা ছোট বড় আগাছা পরিষ্কার করা। অফিসের ফাইল পত্র সুসজ্জিতভাবে আলমারীতে রাখা। আসবাব পত্র ও আলমারীর শেলফে জমে থাকা ধূলাবালি পরিষ্কার করা। লিকুইড ডিস ইনফেকটেন্ট ব্যবহার করে সপ্তাহে ০১ দিন বাথ রুম পরিষ্কার করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ফলাফল : অত্রাফিসের ছোট ছোট নান্দনিক কার্মকান্ড অধিশাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করেছে এবং সেবা গ্রহনেচ্ছুক কর্মকর্তাগণের মধ্যে উন্নয়নের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে তাঁরা নিজ নিজ অফিস প্রাঙ্গন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (খ) সর্বস্তরে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

উত্তম চর্চার বিবরণ : সচিবালয়ের নির্দেশমালার আলোকে দাপ্তরিক কার্যনিস্পত্তির লক্ষে সুনির্দিষ্ট ও সুশৃংখল পদ্ধতিতে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হওয়ার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের কর্মচারীদের নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা আনায়ন, শৃংখলা রক্ষা এবং দপ্তরে ভৌত পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এ ইউনিটের সকল কর্মচারীকে স্বতঃ প্রণোদিতভাবে বিভিন্ন সৃজনশীল কৌশল উদ্ভাবনে সচেষ্ট হওয়ার নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। অবসর গ্রহণকারী সরকারী চাকুরেদের পেনশন ও আনুতষিক প্রাপ্তি যথাসময়ে নিশ্চিত করার লক্ষে এ ইউনিট থেকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অডিট ছাড়পত্র এবং অনাপত্তি সনদ প্রত্র প্রদান করা হচ্ছে। ইমপ্রুভড ফাইনান্সিয়্যাল ম্যানেজম্যানট অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুনগতমান বৃদ্ধির লক্ষে আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অফিস প্রধান, আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তাসহ ক্রয় ও অর্থ ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দাপ্তরিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের সকল ফিক্সড এসেটের সনাক্তকরণ নাম্বার, লোকেশন, ব্যবহারকারীর নাম উল্লেখপূর্বক কম্পিউটারাইজড রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

ফলাফল : দাপ্তরিক কাজের মানোন্নয়ন ও সার্বিক কর্মকান্ডের উন্নতি সাধিত হয়েছে। কর্মচারীদের কাজের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অবসর গ্রহণকারী সরকারী চাকুরেদের পেনশন ও আনুতষিক প্রাপ্তি তরান্বিত হয়েছে।ক্রয় ও অর্থ ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। দাপ্তরিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সার্বিক মান উন্নতি সাধিত হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : **স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (গ) কাজের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ বৃদ্ধি

উত্তম চর্চার বিবরণ : আর্থিক ব্যাবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট কর্তৃক মাসিক/ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

ফলাফল : আন্ত: সমন্বয় ও পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : **স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা**

উত্তম চর্চার শিরোনাম : ভিডিও কনফারেন্সিং: উত্তম চর্চার একটি দৃষ্টান্ত

উত্তম চর্চার বিবরণ : ভিডিও কনফারেন্সিং'র পরিসেবাগুলি স্বাস্থ্য সেবাকে সম্পূর্ণ নতুন স্তরে উন্নীত করেছে। বিশ্বের বহু দেশে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, তথ্য আদান-প্রদান ও সরাসরি রোগীদের সেবা দানের মধ্য দিয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং এর দ্বারা হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান উন্নততর হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২০১০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত দেশের ২০৩টি স্বাস্থ্য সেবা ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা ও তদারকি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে আসছে। এটি একটি উত্তম চর্চা, কেননা অন্তত ৬টি উপায়ে এর দ্বারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উপকৃত হচ্ছে।

১. **ভিডিও কনফারেন্সিং উন্নত যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম:** প্রতি সপ্তাহে ২ বার মহাপরিচালক,অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, নির্দেশনা ও তদারকিসহ বিভাগীয় ,জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ করেন। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে ভিডিও কনফারেন্সিং'র মাধম্যে "মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা: জনবান্ধব স্বাস্থ্য সেবা ও উদ্ভাবন" বিষয়ক সোস্যাল মিডিয়া সংলাপ -এ প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় এর মুখ্য সচিব ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মহোদয় মেডিকেল কলেজ ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকগণ ও সেবা গ্রহীতাদের সহিত সংযুক্ত হন।

২. **ভিডিও কনফারেন্সিং অর্থ সাশ্রয় করে:** শত শত মাইল দূরে থেকেও ডাক্তাররা তাদের রোগীদের ভিডিও চিত্রগুলি তাৎক্ষণিকভাবে দেখতে পারেন, পরীক্ষার ফলাফল পান এবং রোগীদের অবস্থানে সেই স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রশাসনের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন। ভিডিও কনফারেন্সিং ভ্রমণের পরিমাণ ও খরচ এবং সংশ্লিষ্ট কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করে যা হাসপাতালকে তাদের পরিবেশগত উদ্দেশ্যগুলিও পূরণ করতে সহায়তা করে।

৩. **ভিডিও কনফারেন্সিং স্বাস্থ্য সেবার উন্নতি করে:** ভিডিও কনফারেন্সিং এ টেলিমেডিসিন ব্যবহার করে, একটি হাসপাতালে বিশেষ চলমান যন্ত্রের প্রয়োজন এমন রোগীর স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয়তাটি দূর করতে পারে। এটি চিকিৎসার সরবরাহকে আরও উন্নত করে, কারণ অন্যান্য স্থানে ডাক্তাররা সেই স্বাস্থ্য সেবা দাতার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন, পাশাপাশি রোগীদের সাথে ক্লিনিকাল রোগ নির্ণয় ও পরামর্শ দিতে পারেন।

৪. **বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলা করে:** অধিদপ্তর ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল সমুহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালিন পুর্বাভাস ও জরুরী তথ্য যেমন বন্যা, ঘূর্নিঝড় ও বড় ধরনের দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ভিডিও কনফারেন্সিং'র মাধম্যে যোগাযোগ স্থাপন করে স্বাস্থ্য বিষয়ক সব ধরনের সমস্যা সমাধান ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রোহিংগা উদ্বাস্থ আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্থ স্বাস্থ্য সমস্যা উদয় হয়েছিল তাহা তাৎক্ষণিকভাবে স্বাস্থ্য সেবাদান, রোগ প্রতিরোধ টিকাদান ও তথ্য সংরক্ষণে ভিডিও কনফারেন্সিং উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে।

৫. **ভিডিও কনফারেন্সিং এ দুর্নীতি প্রতিরোধ:** দুর্নীতি প্রতিরোধে মহাখালীর স্বাস্থ্য অধিপ্তরের নতুন ভবনে ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সে দুদকের পক্ষ থেকে সরকারি অফিসগুলোয় দুর্নীতি প্রতিরোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রদত্ত ১৪টি সুপারিশ প্রতিপালনের অনুরোধ জানানো হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসে স্বাস্থ্য অধিদফতরের কনফারেন্স রুমে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মীদের অনুরোধ জানান। এসময় অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ পরিচালক, উপ-পরিচালক

ও লাইন ডাইরেক্টরগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে সব বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তারা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন।

৬. **ভিডিও কনফারেন্সিং অন্যান্য সুবিধাদির সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে উন্নত সেবা দেয়:** মেডিকেল টিমগুলি ভিডিও কনফারেন্সিং দ্বারা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান শেয়ার করার মাধ্যমে পরিসেবাদি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য হারে সময় কমাতে পারে। ভিডিও কনফারেন্সিং, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য প্রশাসন, রোগীদের এবং কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং আনুগত্যকে উৎসাহিত করার জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ফলাফল: সামনের দিনগুলোতে ভিডিও কনফারেন্সিংকে আরও বৃহৎ পরিসরে স্বাস্থ্যখাতে ব্যবহার করে এর মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এটি মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস করা সহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন ত্বরান্বিত করবে এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবায় উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখবে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : **স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, তোপখানা রোড, ঢাকা**

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **(ক)** কমিউনিটি পার্টিসিপেশন মডেল

উত্তম চর্চার বিবরণ : সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের 'কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট' *5S-CQI-TQM এপ্রোচের মাধ্যমে ১০টি জেলার সদর হাসপাতালে ও ৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন মডেল চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন, সমাজের গণ্যমান্য ও সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিবর্গ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিএমএ, আইনজীবী সমিতি, প্রেস কর্মী ও এনজিও কর্মী সমন্বয়ে 'কমিউনিটি সাপোর্ট কমিটি' গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিউনিটি সাপোর্ট কমিটিতে সিটি/পৌর মেয়র/উপজেলা চেয়ারম্যানকে সভাপতি ও হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক/UHFPO কে সদস্য-সচিব করা হয়েছে। উক্ত কমিটির মাধ্যমে সমাধানযোগ্য হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা সনাক্তপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে সমাধানের উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। এ ছাড়াও গঠিত কমিটি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, আউটডোর সেবার মান, ল্যাবরেটরী সার্ভিস, ফার্মেসী, ব্লাড ব্যাংক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি প্রসারে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

ফলাফল : স্বাস্থ্য সেবার মনোন্নয়ন ও হাসপাতালের সার্বিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা সেবা জোরদার হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : **স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট**

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **(খ)** নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে মাসিক সমন্বয় সভা ও কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় নিয়মিতভাবে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

ফলাফল : অধিকতর আন্ত:সমন্বয় ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : **স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা**

উত্তম চর্চার শিরোনাম : স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল হাজিরা চালুকরণ

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Health Engineering Department) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ ও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বদা সচল ও উপযোগী রাখার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর মূখ্য উদ্দেশ্য প্রধান কার্যালয় ১০৫-১০৬, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে সম্প্রতি ডিজিটাল হাজিরা চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা Digital Attendance মেশিনে হাতের আঙ্গুল Press করে ডিজিটাল হাজিরা প্রদান করছে। কর্মচারীদের ইতোপূর্বে রেজিষ্ট্রার খাতায় ম্যানুয়েল হাজিরা প্রদান করতে হতো। ম্যানুয়েল হাজিরায় উপস্থিত না থেকেও উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে পরবর্তীতে স্বাক্ষর করার সুযোগ থেকে যায়, ডিজিটাল হাজিরায় এ ধরনের কোন সুযোগ নেই। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Digital Attendance মেশিনে হাতের আঙ্গুল Press করার

সাথে সাথেই তা সিস্টেমে সংরক্ষিত হয়, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নেই। ডিজিটাল হাজিরার জন্য Digital Attendance মেশিন এইচইডি প্রধান কার্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ তলায় ১টি করে মোট ২টি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ভবনের নীচ তলায় সার্কেল কার্যালয়ের প্রবেশ মুখে ১টি এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রবেশ মুখে ১টি মোট ২টি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে, অর্থাৎ এইচইডি প্রধান কার্যালয়ের ভবনে সর্বমোট ৪টি Digital Attendance মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল হাজিরা প্রবর্তনের ফলে নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে উপস্থিতির হার পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। অফিস সময় শেষে পুনরায় Digital Attendance মেশিনে হাতের আঙ্গুল Press করে অফিস ত্যাগ করতে হয়। ফলে অফিস সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই অফিস ত্যাগ করার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। তাই অফিসে স্বাভাবিক কাজ-কর্মের গতি পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দাপ্তরিক কাজ-কর্মের গতিশীলতা বেড়েছে। সার্বিকভাবে অধিদপ্তরে নাগরিক সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল হাজিরা প্রবর্তনের ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি এবং অফিস সময় শেষে অফিস ত্যাগের চর্চা দীর্ঘ স্থায়ীভাবে চালু থাকবে। ফলে অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্মে গতিশীলতা এবং নাগরিক সেবা বৃদ্ধির সুযোগ দীর্ঘস্থায়ী থাকবে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : **ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা**

উত্তম চর্চার শিরোনাম : সকলের জন্য মানসম্পন্ন ও নিরাপদ ঔষধ নিশ্চিত

উত্তম চর্চার বিবরণ

: ১. **সিটিজেন চার্টার:** হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টারটি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত আছে। জনগণ সিটিজেন চার্টার হতে অধিদপ্তরের সেবা প্রদান পদ্ধতি, সেবা প্রদানের সময়সীমা, প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি ও জনগণের প্রয়োজনীয় প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে জানতে পারছে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নির্ধারিত সেবা প্রদানের সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান করছেন।

২. **কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি:** সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যথাসময়ে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় প্রতিদিন সকাল ৯:০০মিঃ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাজিরা খাতা পর্যবেক্ষন করেন।

৩. **সভা:** প্রতিদিন ৯:০০মিঃ হতে ১০:০০টা পর্যন্ত অধিদপ্তরের সভা কক্ষে সকল কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধা ও নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনাসহ জনগণের নিকট ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সহজলভ্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

৪. **গ্রিভেন্স হ্যান্ডেলিং অফিসার:** জনসাধারণ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এক (০১) জন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রতিমাসে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করে থাকেন। গ্রিভেন্স হ্যান্ডেলিং অফিসার এর নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট, ড্যাশ বোর্ড ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ভবনের সম্মুখে সাইনবোর্ডে দেওয়া আছে।

৫. **ইনফরমেশন রেজিস্ট্রার ও complain box:** জনসাধারণ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ এর জন্য হেল্প ডেস্কে একটি ইনফরমেশন রেজিস্ট্রার দেওয়া আছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ভবনের সম্মুখে জনসাধারণ এর নিকট হতে বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণের জন্য একটি complain box স্থাপন করা আছে। প্রতিদিন জনসাধারণ এর নিকট হতে বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ ও তথ্য সরবরাহের জন্য এক জন কর্মকর্তা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের হেল্প ডেস্কে সকাল ১০:০০ হতে দুপুর ১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বসেন। জানুয়ারী'২০১৭ হতে মার্চ'২০১৮ পর্যন্ত মোট ৯৮ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৭৭ জন ব্যক্তিকে ঔষধ প্রশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

৬. **তথ্য কোষ:** জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি তথ্য কোষ রয়েছে। উক্ত তথ্যকোষে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয় এবং তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ মোতাবেক জনসাধারনের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়।

৭. **এ টু আই এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহ :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই প্রকল্পের আওতায় একটি সফটওয়্যার তৈরীর কার্যক্রম চলমান, যা আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উক্ত সফট ওয়্যার তৈরী হলে দেশের জনগণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। নকল, ভেজাল, আনরেজিস্টার্ড, কাউন্টারফিট, মিসব্রান্ডেড ঔষধের বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবে, Adverse Drug Reaction বিষয়ে তথ্য আদান-

প্রদান করতে পারবে, ঔষধের অতিরিক্ত মূল্য সম্পর্কে তাৎক্ষণিক মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে রিপোর্ট করতে পারবে।

৮. **বার্ষিক প্রতিবেদন:** প্রতি বছর ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবদন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মকান্ডসহ জনগণের জন্য ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। প্রতিবেদনটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটেও প্রকাশ করা হয়।

৯. **ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট:** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের একটি নিজস্ব ওয়েব সাইট রয়েছে যা www.dgda.gov.bd। উক্ত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সকল ধরণের সেবা, যেমনঃ ঔষধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, ঔষধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি, রেজিস্টার্ড ঔষধ সম্পর্কিত তথ্যাদি এবং অন্যান্য সেবা উক্ত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারছে।

১০. **ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ফেইসবুক:** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের একটি নিজস্ব ফেইসবুক পেজ রয়েছে যা https://www.facebook.com/dgda.gov.bd। ফেইসবুক পেজ এ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকান্ড প্রকাশ করা হয় ও নাগরিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয় এবং বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ফেইসবুক পেজ এর ইনবক্সে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য মোতাবেক মাঠ পর্যায়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ফেইসবুক পেজটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

১১. **ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ই-মেইল:** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের একটি নিজস্ব ই-মেইল রয়েছে যা dgda.gov@gmail.com ই-মেইলের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয় এবং বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়।

১২. **মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অনলাইন রিপোর্টিং ও ড্যাশ বোর্ডের মাধ্যমে মনিটরিং:** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত ঔষধ নিশ্চিত করার নিমিত্তে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন নকল, ভেজাল প্রতিরোধে তাঁদের মাঠ পর্যায়ে কর্মকান্ডের প্রতিবেদন অনলাইনে প্রেরণ করেন। মহাপরিচালক মহোদয় ড্যাশ বোর্ডের মাধ্যমে দৈনিক মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ড মনিটরিং করেন। এতে করে তাদের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে এবং জনগণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত ঔষধ নিশ্চিত করার কার্যক্রম বেগবান হচ্ছে।

১৩. **জব-ডেসক্রিপশন:** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মাচারীর জব-ডেসক্রিপশন মোতাবেক তাদের কর্ম সম্পাদন প্রতিপালিত হচ্ছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী ফাইল মুভমেন্ট রেজিস্ট্রার ব্যবহার করছেন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারী ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে তাদের নথি সংক্রান্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করছেন। এতে করে time bound work নিশ্চিত হচ্ছে।

১৪. **গণশুনানী:** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪৫.১৪১.০১৪.০০.০০.০০২.২০১৩-১৮০, তারিখঃ ৩১/০৭/২০১৬ মোতাবেক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের "গণশুনানী কমিটি" গঠন করা হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে প্রতিমাসে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গণশুনানীর মাধ্যমে নাগরিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ সরাসরি সমাধান করা হচ্ছে।

১৫. **পরিচ্ছন্নতা দিবস:** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মপরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য প্রতি রবিবার পরিচ্ছন্নতা দিবস পালন করা হয়।

১৬. **বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত সভা:** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়মিত মত-বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ/ পরামর্শ সমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুলাই'২০১৬ হতে মে'২০১৭ পর্যন্ত স্টেক হোল্ডারদের সাথে ৩৪ টি সভা এবং ২১ টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৭. **কল্যাণ কর্মকর্তা:** ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক (চঃদাঃ) কে কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

১৮. **মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ব্যবস্থা:** সাধারণ জনগণের নিকট ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকল্পে প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার সকাল ১০:০০ হতে ১২:০০ টা পর্যন্ত মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ব্যবস্থা রয়েছে। এতে করে জনগণ তাদের যে কোন অভিযোগ সরাসরি মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিকট জানানোর সুযোগ পাচ্ছেন।

১৯. **কর্মকর্তাদের নাম, ই-মেইল, ছবি, ফোন নম্বরের তালিকা প্রদর্শন:** মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের **নাম**, ই-মেইল, ছবি, ফোন নম্বরের তালিকা জনগণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০. আমি ও আমার প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্ত ঘোষণা: শুদ্ধাচার চর্চা বাস্তবায়নের নিমিত্তে মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক "আমি ও আমার প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্ত" ঘোষণা সম্বলিত পোস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : **ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কসফ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি), মহাখালী, ঢাকা**

উত্তম চর্চার শিরোনাম : সচল যন্ত্রপাতি, সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা

উত্তম চর্চার বিবরণ : **স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন** ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কসফ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি), মহাখালী, ঢাকা সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, স্থাপন এবং ব্যবহারকারী জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এর সামগ্রিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনায়ন করে সর্বোত্তম স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে মেরামত সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়। এ গাইড লাইন অনুসরণের ফলে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গতিশীলতা এসেছে। এতে করে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠি সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে আরো ব্যপক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা লাভে সক্ষম হবে।

ফলাফল : প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিস্ট ব্যবহারকারীদের মেশিন ভিত্তি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এর ফলে চিকিৎসা যন্ত্রপাতিসমূহ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় সচল রাখা সম্ভব হচ্ছে, এর ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠি অধিক হারে চিকিৎসা সেবার সুযোগ পাচ্ছে, যা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : **ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ (টেমো), মহাখালী, ঢাকা**

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **(ক)** পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টিনন্দন অফিস প্রাঙ্গণ তৈরি

উত্তম চর্চার বিবরণ : 'পরিচ্ছন্ন অফিস পরিচ্ছন্ন কাজ' যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) TRANSPORT AND EQUIPMENT MAINTENANCE ORGANISATION (TEMO) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ **মন্ত্রণালয় এর** সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন গাড়ী মেরামতকারী **একমাত্র** কারিগরি প্রতিষ্ঠান। 'পরিচ্ছন্ন অফিস পরিচ্ছন্ন কাজ' এ ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে অফিস প্রাঙ্গণ সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্ন রাখাসহ অফিস প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্থানে গজিয়ে ওঠা ছোট-বড় আগাছা পরিষ্কার করা, পরিকল্পিত ফুলের বাগান তৈরি এবং পরিবেশ বান্ধব ছোট-বড় দৃষ্টিনন্দন গাছ দিয়ে অফিস প্রাঙ্গণ সাজানোর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের অন্যতম বিষয় হল অফিস প্রাঙ্গণ পরিচ্ছন্ন রাখা। তাছাড়া 'মানুষ দেখে শিখে' এ ধারণাটিকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ফলে এখানকার ছোট ছোট নান্দনিক উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো সেবা নিতে আসা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনে দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন বাসনা তৈরি করবে এবং নিজ কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে তারা অফিস প্রাঙ্গণ ও নিজ নিজ বাসস্থানে উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **(খ)** 'ড্রেন-নর্দমা, নালা সংস্কার ও দৃষ্টিনন্দন করা

উত্তম চর্চার বিবরণ : সৌন্দর্যের পৃষ্টপোষক,পরিবেশ-প্রকৃতির উন্নয়ন'। অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যৌথ অংশ গ্রহণে বাস্তবায়িত 'ড্রেন-নর্দমা, নালা সংস্কার কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন উদ্যোগ। এ সকল কাজে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে উৎসাহিত করার উদাহরণ হিসেবে ড্রেন-নর্দমা, নালা সংস্কার করে অফিস প্রাঙ্গনে বিভিন্ন প্রজাতির ফল, ফুল ও ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এ ধরনের উত্তম চর্চাকে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **(গ)** পুরোনো অফিস সরঞ্জামাদি সংরক্ষণাগারে স্থানান্তর

উত্তম চর্চার বিবরণ : 'কোন কিছুই ফেলনা নয়, যদি তার যত্ন করা যায়'। বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে মানুষের মনে ঘরে বসে সেবাপ্রাপ্তির আকাঙ্খা তৈরি হয়েছে। মানুষের এ আকাঙ্খা পুরণ করা সরকারের একটি অগ্রাধিকার কাজ। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে তাই ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু হয়েছে। পুরাতন অফিস সরঞ্জামাদি রাখার জন্য একটি সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। যা নবীন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এটি পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ঐতিহ্য সর্ম্পকে ধারণা পাবে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (ঘ) নিয়মিত জ্ঞান চর্চা

উত্তম চর্চার বিবরণ : 'সময়ের সাথে থাকুন জ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে'। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরস্পরের মাঝে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় সংক্রান্ত নিয়মিত উপস্থাপনার আয়োজন শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। মানসম্মত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতা ও পেশাগত উৎকর্ষ। পরস্পরের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় উৎকর্ষ অর্জনে অন্যতম সহায়ক হিসেবে কার্যকর। সে লক্ষ্যে অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরস্পরের মাঝে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় সংক্রান্ত নিয়মিত উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (ঙ) মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

উত্তম চর্চার বিবরণ : প্রশিক্ষণে হয় উন্নয়ন, শাণিত হয় সকল কর্মীমন'। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। সাধারণত মানুষ এদেশের জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে চিন্তা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে দক্ষ জনসমষ্টি কোন দেশের সমস্যা নয় বরং দেশের সম্পদ। দক্ষজনসংখ্যা তৈরির লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বছর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হতে আগত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং অটোমোবাইল/পাওয়ার বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীকে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল তৈরি করা হচ্ছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (চ) গণশুনানী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

উত্তম চর্চার বিবরণ : 'আসুন দেখি, বসুন শুনি কোথায়ও কোন অসুবিধা আছে কি?' সরকারি সেবাদান প্রক্রিয়া সহজ করার নানান উদ্যোগের পরও কোথাও কোথাও এটি কাঙ্খিত পর্যায়ের নয় মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই সেবা গ্রহীতা ও সেবাদানকারীর মধ্যে এক ধরনের দূরত্বও লক্ষ্য করা যায়। সেবা গ্রহীতা ও সেবাদানকারীর মধ্যে দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে সপ্তাহে একদিন গণশুনানীর আয়োজন করা হয়।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (ছ) অবসরগামী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংবর্ধনা প্রদান

উত্তম চর্চার বিবরণ : 'ছিলেন যিনি ভাল তিনি, আমরা সবাই এটি মানি'। জীবনের দীর্ঘসময় সরকারি দপ্তরে কাজ করে অবসরকালীন কর্মজীবনের স্মৃতি ধারণ করে যাতে একজন কর্মচারী কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ থাকে সে লক্ষ্যে অবসরগামী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংবর্ধনা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (জ) সফটওয়ার তৈরি

উত্তম চর্চার বিবরণ : গাড়ী মেরামতের জন্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, রেকর্ড সংরক্ষণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির বিল করার জন্য একটি সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে। এতে অল্পসংখ্যক জনবল দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে অধিক কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।